APR. 0 4 2001

দৈনিক ইনকিলাব

সহ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শালীনতার সমস্যা

শাহ আব্দুল হান্নান

বাংলাদেশ সহ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নতুন কিছু নয়। যখন থেকে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন থেকে বাংলাদেশে সহ-শিক্ষা রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এখানে সহ-শিক্ষা রয়েছে। অন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়েও একই অবস্থা।

কলেজ ও স্কুল পর্যায়ে অবস্থা কিছুটা ভিন্ন। অধিকাংশ স্কুল ও কলেজে সহ-শিক্ষা নেই। অধিকাংশ স্থানে ছাত্রীদের জন্য আলাদা স্কুল ও কলেজ রয়েছে। তবে যেখানে মেয়েদের পর্যাপ্ত স্কুল ও কলেজ নেই সেখানে স্কুল ও কলেজগুলোতে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

মাদ্রাসাগুলোতে সহ-শিক্ষা নেই বললেই চলে। পূর্বে মেয়েদের জন্য মাদ্রাসা ছিল না। এটা একটা সামাজিক ব্যর্থতার দিক। এখন মেয়েদের মাদ্রাসা হচ্ছে। যেখানে মেয়েদের মাদ্রাসা নেই সেখানে কিছু কিছু মাদ্রাসায় বিশেষ ব্যবস্থায় মেয়েদের পড়ার সুযোগ আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ যেখানে পূর্বে ছাত্রীরা কম ছিল, সে সময় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গভীর মেলামেশা (free mixing) ছিল না বা খুব কম ছিল। এর ফলে তেমন কোনো সমস্যাও পূর্বে দেখা দেয়নি। এখন অবশ্য সঙ্গত কারণেই ছাত্রী সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর প্রভাবও পরিবেশের ওপর পড়তে শুরু করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও সহ-শিক্ষার কারণে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের মেলামেশা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই একত্রে বসে গল্প করতে দেখা যায় যেখানে সব ধরনের হাসিঠাট্টা চলে। কিছু ছাত্র-ছাত্রী আরো এগিয়ে যায়। হাত ধরাধরি করে চলে, একত্রে রিকশায় চলে। এর কোনোটিই ইসলাম অনুমোদিত নয়।

এর ফলাফলও অনেক ক্ষেত্রে খারাপ হচ্ছে। নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, এমনকি কিছু কিছু অবৈধ সম্পর্ক হচ্ছে। এ সম্পর্কে ১৯৯৮ সালের ১৪ মে সংখ্যা বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকায় ডাঃ সাবরিনা কিউ রশীদ লিখেন (বাংলায় অনুবাদ), 'পূর্বে কখনো আমরা ডাক্তাররা এত অধিক সংখ্যক অবিবাহিত অল্প বয়স্ক (in teens) মেয়েকে গর্ভবতী হতে দেখিনি।' তিনি এ মন্তব্য সহ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের সম্পর্কে করতে গিয়ে লিখেন।

ডাঃ সাবরিনা রশীদ তার প্রবন্ধে বলেন যে, ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক কথাবার্তা শেষ পর্যন্ত সৎ (innocent) থাকে না। এগুলো পরবর্তীতে স্পর্শ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যৌন হরমোনের নিঃসরণ হওয়ায় যে কোনো স্পর্শ শরীর ও মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। এটি ছেলেদের ক্ষেত্রে বেশী ঘটে। কেননা মেয়েরা একটা ঠাণ্ডা (cool) হলেও ছেলেরা অনেক বেশী আবেগপ্রবণ। সুতরাং মেয়েরা ছেলেদের বন্ধু হিসেবে নিতে চাইলেও ছেলেরা তার চেয়ে অনেক বেশী ভাবে।

সে জন্য ডাঃ রশীদ সহ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা না করতে বলেছেন এবং নিরাপদ দূরত্ব (Safe distance) রক্ষা করে চলতে বলেছেন। ডাঃ সাবরিনা রশীদের পরামর্শ যুক্তিযুক্ত। সহ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়েদের সম্পর্ক হাসিঠাট্টার (informal) হওয়া উচিত নয়। তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত সতর্ক এবং ফর্মাল ধরনের হওয়া উচিত। আমরা একটি অফিসে গেলে যেভাবে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে কথা বলি, ব্যবহার করি, এটাই হচ্ছে ফর্মাল (formal) ধরনের ব্যবহার।

ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার প্রয়োজনেও শিক্ষকদের সঙ্গে বা ছাত্রীরা ছাত্রীদের সঙ্গে এবং ছাত্ররা ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ করাই সঙ্গত। অন্যরকম হলে শেষ পর্যন্ত (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) পরিস্থিতি ঐ দিকে চলে যেতে পারে যা ইসলাম আমাদের অনুমোদন করে না। প্রাইভেট টিউশনির ক্ষেত্রেও একই সতর্কতা প্রয়োজন। কিশোরী মেয়েদের যুবকদের কাছে একা নিভৃতে পড়া সঙ্গত নয়। কিশোরী মেয়েদের ছাত্রীদের বা মহিলাদের কাছেই পড়া উচিত। এ জন্য উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশনি করার জন্য তৈরী থাকতে হবে। তা হলেই এ সমস্যার সমাধানে সাহায্য হবে।

এ বিষয়ে অবশ্য অনেক চিন্তাশীল লোক অন্য রকম সমাধানের কথা ভাবেন। তারা মনে করেন যে, উচ্চ পর্যায়ে সহ-শিক্ষা তুলে দিয়ে মেয়েদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয় বা আলাদা ক্যাম্পাস করাই ভাল। অবশ্য এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া সময়ের ব্যাপার। তবে কয়েকটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজ তো অবশ্যই করা সম্ভব। একই সঙ্গে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে সহ-শিক্ষা পুরোপুরি তুলে দেয়া যেতে পারে কেননা পাশ্চাত্যে এ পর্যায়ে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ব্যাপকভাবে সৃষ্টি হয়। এ জন্য আরো অধিক সংখ্যক গার্লস স্কুল ও কলেজ স্থাপনের উদ্যোগও নিতে হবে। যে সকল স্কুল ও কলেজে এখন সহ-শিক্ষা আছে সেগুলোকেও ছেলে ও মেয়েদের দু'টি আলাদা সেকশনে ভাগ করার উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

পাকিস্তানের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা ক্যাম্পাস রয়েছে। মালয়েশিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য সহ-শিক্ষাই বহাল রেখেছে। কিন্তু তারা সুন্দর পোশাক বিধি (dress code) এবং অন্যান্য নির্দেশাবলী চালু করেছে যা পরিস্থিতিকে শালীন রাখে।

বাংলাদেশেও এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলে-মেয়েদের সে পথই অবলম্বন করা উচিত বা ডাঃ সাবরিনা রশীদ বলেছেন এবং এ প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দেশের সরকার, সকল শিক্ষাবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং নৈতিকতায় বিশ্বাসী ছাত্র-ছাত্রীদের এ প্রবন্ধের প্রস্তাবসমূহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সকলকে এসব ব্যাপারে জনমত সৃষ্টি করার অনুরোধ করছি।

লেখক- সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার।